ছোটোদের রূপকথা

বিমান ঘোষ রায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

উলুক বনের ভালুক	.....	৫
পাঁচ ভাইয়ের গল্প	.....	১৩
সুলতানের দাওয়াই	.....	২০
শাপমুক্তি	.....	২৭
বিদূষকের বিচার	.....	৩৫
প্যাঁচানীর বুদ্ধি	.....	৩৯
গাধেশ ও তার মজার পাথর	.....	৪৩
গর্দভের কেরামতি	.....	৪৮

উলুক বনের ভালুক

পাহাড়ের ঠিক নীচে, হ্রদের ধার ঘেঁষে এক বন। বনের নাম উলুক। উলুক বনে বাস করত এক ভালুক। ভারি চমৎকার তার ব্যবহার, সুন্দর কথাবার্তা আর এতই সে খোলামেলা ও মিশুকে স্বভাবের যে পাড়া-প্রতিবেশী প্রত্যেকের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল তার দারুণ বন্ধুত্ব। প্রত্যেকেই ভালুককে পছন্দ করত তার মিষ্টি স্বভাব ও মধুর ব্যবহারের জন্য।

ভালুকটি ঘুরতে বেড়াতে খুবই ভালোবাসতো। নিত্য বৈকালিক ভ্রমণ ছিল তার বাঁধা। ঝড় হোক, জল হোক আর পৃথিবী রসাতলে যাক, বিকেল হলেই সে বেড়াতে যাবার জন্য একদম তৈরি। উলুকের অন্যান্য পশুরা মজা করে বলত, বিকেলে বেড়াতে বের না হলে ভালুকচন্দ্রের পেটের মধুই নাকি হজম হয় না।

তো একদিন বিকেলে যথারীতি সেজেগুজে নিজের মনে বেড়াতে বেরিয়েছে ভালুক। বেড়াতে বেড়াতে সে সেদিন একেবারে পাহাড়ের শিখরদেশে গিয়ে হাজির। সেখানে আনমনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওর চোখে পড়ে একটা কাঠের ঠেলাগাড়ির ওপর। গোল গোল চারটে চাকার ওপর ভারি সুন্দর এক গাড়ি। কৌতূহলবশত নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখে যে সামান্য একটু ঠেলাতেই দিব্যি কেমন গড়গড়িয়ে চলে জিনিসটা। আসলে গাড়িটা ছিল বন দপ্তরের। বন দপ্তরের কাঠুরেরা নিজেদের কাজে এটা ব্যবহার করত। পাহাড়ের ওপর

কাঠ কাটতে এসে কী কারণে যেন তারা ঠেলাগাড়িটা ফেলে রেখে গেছে। হয়তো ভুলবশতই। তবে দেখতে কিন্তু ভারি আকর্ষণীয় জিনিসটা।

ভালুক এর আগে কোনোদিন ঠেলাগাড়ি চোখে দেখেনি। শোনেওনি কারো কাছে এসবের কথা। অবাকই হয় সে। ভাবে, কী না কী। চারপাশ থেকে ঘুরে ঘুরে দেখে ও গাড়িটা। গন্ধ শুঁকে জানবার চেষ্টা করে, কী হতে পারে এ জিনিস। তারপর কী খেয়াল হয়, গাড়িটার মধ্যে চেপেই বসে সে একসময়।

বসতে গিয়ে ওর বিশাল বপুর চাপে সামান্য একটু ধাক্কা খেয়ে থাকবে গাড়িটা হয়তো বা। আর তা খাওয়ার সাথে সাথে চার চাকার ওপর বসানো জিনিসটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অল্প অল্প গতিতে চলতে শুরু করে দেয় হঠাৎ। ভালুক তো অবাক। অবাক অবশ্য হবার কথাও। নিজে চলছে না, কিন্তু যেটার ওপর বসে আছে সেটা দিব্যি কীরকম গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে তাকে নিয়ে। হবে না অবাক? ক্রমে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে বেশ জোর গতিতে যখন গাড়িটা নীচের দিকে নামছিলো তখন কিন্তু আর অবাক নয়, সত্যি কথা বলতে কী, ভালুকবাবাজি ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল একটু।

তবে ওপর থেকে নীচে নিরাপদে পৌঁছে যাবার পর ভারি মজা পায় সে। 'বাঃ, বেশ চমৎকার জিনিস তো',— ভালুক মনে মনে ভাবে। বেজায় খুশি ও

তখন। খুশির চোটে গাড়ি থেকে নামতেই ভুলে যায় ও কিছুক্ষণের জন্য। অবিকল বাক্সের মতো জিনিসটার মধ্যে চুপচাপ বসে অলসভঙ্গিতে চারদিক ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। তারপর ভাবে, গাড়িটাকে ঠেলে পাহাড়ের ওপর নিয়ে গেলে কেমন হয়। ওপরে গিয়ে নীচে নামবে আবার। গাড়িতে চেপে। বেশ মজা করে। যাঁহাতক ভাবা তাঁহাতক শুরু হয় ওর কাজ। গাড়ি থেকে নেমে ঠেলেঠুলে আবার সেটাকে পাহাড়ের মাথায় নিয়ে যায় ভালুকচাঁদ। ওপরে পৌঁছে, সামান্য দম নিয়ে তারপর গাড়িটাকে সামনের দিকে একটুখানি ধাক্কাতেই চলতে শুরু করে আবার সে জিনিস। ঠিক আগেরবারের মতোই। ভালুক তৈরি ছিল। চট করে চেপে বসে গাড়িতে। গাড়ি হুড়-হুড় করে নামতে থাকে নীচের দিকে। মজা পেয়ে যায় ভালক। বারবার তখন সে একই খেলা খেলে চলে। গাড়ি ঠেলে ওপরে নিয়ে যায়। তারপর গাড়িতে চড়ে গড়গড় করে গড়িয়ে নীচে নেমে আসে।

ভালুক ভাবে, বেশ মজা তো, গাড়িতে চড়ে দিব্যি হাওয়া খাওয়া যায়। তবে ঠেলে ঠেলে প্রত্যেকবার গাড়িটা ওপরে নিয়ে যাওয়াটাই যা ঝামেলার। পরিশ্রমেরও খুব। তা হলেও, প্রত্যেকদিন এখন সকাল থেকে সন্ধে ভালুক গাড়ি চড়ে খুব ঘোরে। মজাসে গাড়িতে চেপে সে ফুর্তি করে। তবে গাড়িটাকে ঠেলে ঠেলে পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাবার কাজটা তার কাছে খুব একঘেয়ে লাগে, এই যা। প্রথমবারই লেগেছিল। এখন যত দিন যাচ্ছে ততই যেন আরো বেশি করে লাগছে। অসহ্য একদম। বিচ্ছিরি। শুধু কী তাই, পরিশ্রমও কী কম। পরিশ্রমের ঠ্যালায় ওর গায়ে প্রবল জ্বরও এসে যাচ্ছে কখনও সখনও। বিহিত চিন্তা করে ভালুক।

ভেবেচিন্তে একটা ফন্দি বের করে সে তখন। বের করে মনে মনে তার সে কী হাসি। দারুণ ফন্দি নিঃসন্দেহে। হ্যাঁ, এখন ফন্দিটাকে ঠিক ঠিক কাজে লাগানো দরকার। অতঃপর সে হাঁটতে হাঁটতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামছাগলের কাছে গিয়ে হাজির। হাজির হয়ে কথায় কথায় নেহাতই ভালোমানুষের মতো সে তার বন্ধুকে পড়ে পাওয়া ঠেলাগাড়িটার বিষয়ে অবহিত করে। গাড়িটার গাঢ় সবুজ রঙ, গোল গোল সুন্দর চারটে চাকা, চাকার ওপর বাক্সের মতো জিনিসটা কী চমৎকার যে দেখতে! আবার গড়গড়িয়ে চলেও সে জিনিস। সবকিছুর

এমন নিখুঁত ও লোভনীয় বর্ণনা দিতে থাকে ও যে ততক্ষণে রামছাগলের নোলা সক্-সক্ করতে শুরু করে দিয়েছে দিয়েছে রীতিমতো। ভালুক কলের গানের মতো বলে চলে, রোজ এখন সে খুশমেজাজে গাড়ি চড়ে ঘোরে। আপনা থেকে কী সাংঘাতিক বেগে চলে সে গাড়ি যে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। রামছাগল চোখ বড়ো বড়ো করে শোনে গাড়ির বিবরণ ও বন্ধুর কীর্তিকাহিনী। তারপর ভালুক যখন স্পষ্ট বোঝে যে তার প্রিয় বন্ধু টোপ গিলে ফেলেছে একদম, গেঁথে তোলা খালি বাকি, তখন সে ধীরেসুস্থে তাকে তার গাড়ি দেখার জন্য সাদর আহ্বান জানায়। ব্যস্, আর যায় কোথায়, গাড়ি দেখার নেমন্তন্ন পেতেই রামছাগল তিড়িং করে দু'পায়ে খাড়া।

ব্যস্তসমস্ত দুই বন্ধু পাহাড়ের পথে যেতে যেতে তাদের অন্য আরেক বন্ধু গাধাকে দেখে। কাজ নেই, কর্ম নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ মনে লেজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিল গর্দভ। দেখা হতে কুশল বিনিময়ের পর ধীরেসুস্থে পুরনো বন্ধুর কাছেও ভালুক তার গাড়ির গল্প ফাঁদে। জিজ্ঞেস করে তারপর, 'কি, আসবে নাকি দেখতে আমার সে গাড়ি?' শুনে গাধা খুব খুশি। পুলকিত একদম। হবেই বা না কেন। ভেবে দেখে, শুধু শুধু মাছি তাড়িয়ে কী লাভ, তার চেয়ে বরং ভালুকভাই ও রামুদার সঙ্গে গাড়ি চড়ায় ঢের বেশি আনন্দ। এইভাবে এক উল্লুককেও তারা দলে টানে। সে-ও চলে ওদের সাথে। ভালুক অতঃপর মনে মনে ভাবে, গাড়ি ঠেলতে তিনটি জোয়ানমর্দ প্রাণীই তো যথেষ্ট। সুতরাং সংখ্যা আর বাড়িয়ে কী লাভ। ঘেঁষটা-ঘেষটিই শুধু। তার চেয়ে বরং অযথা সময় নষ্ট না করে সোজা এখন যাওয়া যাক গাড়ি দাঁড় করানো আছে যেখানে, সেখানে। আর তবে ডাকাডাকি নয় কাউকে। এখন শুধু নিজেরা নিজেরা। বন্ধুদের অবশ্য বলে না ও এত সব কথা। তাগাদা দেয় খালি। বলে, 'চলো এবার, যাওয়া যাক।' সায় দেয় বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ ভালুকের কথায়। তারপর সবাই মিলে উৎসাহে নাচতে নাচতে উলুক বনের পথ ধরে পাহাড়ের দিকে এগোতে থাকে।

পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গাড়ি দেখে রামছাগল, গর্দভ ও উল্লুক তো মহা খুশি। নেড়েচেড়ে দেখে ওদের যেন আর আশ মেটে না। তারপর ভালুকের কথামতো ওরা সবাই গাড়িতে আরাম করে চেপে বসে। পাহাড়ের ওপর

থেকে গাড়িতে চড়ে ওরা যখন সবাই নীচের দিকে নামছিল তখন ওদের কী আনন্দ! রামছাগল খুশিতে যে কী করবে ভেবে পায় না। সে ঘন ঘন দাড়ি নেড়ে গিটকিরি দিতে থাকে অনবরত। গাধা বেহাগ সুরে গান ধরে। আর উল্লুক তো আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে নীচে পৌঁছেই গোটাকয়েক ডিগবাজি খেয়ে ফেলে পাহাড়ের ঢালুতে সবুজ ঘাসের ওপর।

এবার গাড়ি ঠেলে পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যেতে হবে। রামছাগল, গাধা আর উল্লুক কোমর বেঁধে ঠেলার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু ভালুক ওদিকে মেজাজ নিয়ে গাড়ির মধ্যেই বসে থাকে চুপচাপ। আকাশের দিকে কবি কবি মুখে তাকিয়ে একমনে খড়্‌কে দিয়ে সে তার ধারালো দাঁতের ফাঁক খোঁচাতে থাকে। বন্ধুরা ভালুককে ডাকে, 'আরে, নামছিস না কেন। নেমে আয়, ঠেলতে হবে না?' ভালুক প্রথমে না শোনার ভান করে। আরও যখন ওরা সবাই মিলে ডাকতে থাকে, রেগে যায় ও তখন খুব। ভুরু কুঁচকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেন ঠেলব আমি? ভারি আবদার, না?' রামছাগল বন্ধুর মতলব বোঝে না। ও ভালুকের সামনের একখানা পা ধরে টানে। টেনে বলে, 'নেমে আয়। দেরি করিস না আর।' ভালুক এক ঝটকায় পা ছাড়িয়ে নেয়। নিয়ে দাঁতে দাঁত